দৈনিক ইনকিলাব

OCT. 1 1 1999

তারিখ ....
পৃষ্ঠা .... কলাম ....

ছাত্র লীগের উপদলীয় কোন্দলের নেপথ্য কারণ চাঁদাবাজি

কমার্স কলেজ দখলে রেখে আগ্রাবাদে নিয়ন্ত্রণ কায়েমে দুই গ্রুপ মুখোমুখি

রফিকুল ইসলাম সেলিম ।। বাণিজ্যিক রাজধানী খ্যাত মহানগরী চট্টগ্রামের প্রধান বাণিজ্যিক এলাকা আগ্রাবাদে শাসক দলীয় ছাত্র সংগঠন মুজিববাদী ছাত্র লীগের উপদলীয় কোন্দলের নেপথ্য কারণ চাঁদাবাজি। কমার্স কলেজ দখলে রেখে আগ্রাবাদে নিরংকুশ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার অদম্য বাসনায় দুই সশস্ত্র গ্রুপ এখন মুখোমুখি। ছাত্র লীগের অব্যাহত সংঘাত-সংঘর্ষে গোটা এলাকায় বিরাজ করছে চরম আতংক। দেশে বাণিজ্য শিক্ষার সর্ববৃহৎ এ প্রতিষ্ঠানটি এখন কার্যত অবরুদ্ধ। ছাত্র লীগ ক্যাডারদের হাতে কলেজের প্রিন্সিপ্যাল আক্রান্ত হওয়ার পর প্রায় ৫ সহস্রাধিক ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারী চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। নিশ্ছিদ্র পুলিশী বেস্টনীতে থেকেও তারা সবাই শংকিত। কলেজে দখলী স্বত্ব কায়েমে পুনঃ পুনঃ বন্দুক যুদ্ধে বাণিজ্যিক এলাকায় নেমে এসেছে স্থবিরতা। গত তিন মাসে শাসক দলীয় ছাত্র সংগঠন ছাত্র লীগের কাদের গ্রুপ ও নাসির গ্রুপের সদস্য ক্যাডারদের মধ্যে অর্ধ শতাধিক বন্দুক যুদ্ধ হয়েছে। যুদ্ধে সেলিম নামে এক ক্যাডার খুন হওয়াসহ পঙ্গু হয়েছে অন্তত ১০ জন। সর্বশেষ গত ৩০ সেপ্টেম্বর সরকার দলীয় ক্যাডারদের সন্ত্রাসী হামলার শিকার হন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল শামসুন্নাহার আলী। কাদের বাহিনীর এক ক্যাডার প্রিন্সিপ্যালের মাথা লক্ষ্য করে একটি টুল ছুঁড়ে মারে। অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান তিনি। এ ঘটনার পর গোটা কলেজে আতংক ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশী পাহারা জোরদার করা হয় ক্যাম্পাসে। বর্তমানে কলেজ ক্যাম্পাস দৃশ্যত রণক্ষেত্র। অসংখ্য পুলিশ ঘেরাও করে রাখে গোটা ক্যাম্পাস। (১৪-এর পৃঃ দেখুন)

কমার্স কলেজ দখলে রেখে আগ্রাবাদে নিয়ন্ত্রণ কায়েমে দুই গ্রুপ মুখোমুখি

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

প্রধান ফটকে তালা ঝুলানো। আইডি কার্ড দেখে দেহ তল্লাশি করে পুলিশ ছাত্রছাত্রীদের ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে দিচ্ছে। কলেজে ভেতরে-বাইরে অসংখ্য পুলিশ। তবুও চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরা। যেকোন মুহূর্তে দু'গ্রুপের যুদ্ধবেধে যেতে পারে এ আশংকায় পুলিশও শংকিত। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন শিক্ষক এ প্রতিনিধিকে বলেন, আমরা যুদ্ধ মেতে আছি। চারদিকে পুলিশী বেষ্টনী। এটি যেন ক্যাম্পাস নয় জেলখানা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মত পবিত্র অঙ্গনে এ অবস্থা সত্যিই দুঃখজনক। তবে প্রতিবাদ করারও যেন ভাষা নেই। সমাজের সচেতন শ্রেণী হয়েও এ পরিস্থিতিকে মেনে নিতে হচ্ছে- এটি লজ্জাজনক। এ লজ্জা গোটা জাতির।

প্রিন্সিপাল লাঞ্ছিত হওয়ার পরও শিক্ষকরা বোধগম্য কারণে বড় ধরনের কোন কর্মসূচী পালন করতে পারেনি। প্রতিবাদ সভা এবং কালো ব্যাজ ধারণসহ ছোটখাট কর্মসূচী পালনের মাধ্যমে শিক্ষা পরিষদ তাদের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে।

আতংকে হিম হয়ে যাওয়া ছাত্রছাত্রীদের মাঝে কোন প্রাণ চাঞ্চল্য নেই। ক্যাম্পাস জুড়ে শুধু উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা।

এ অবস্থায় কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছে। সরকারী কমার্স কলেজ দখলকে কেন্দ্র করে চট্টগ্রামের সরকারদলীয় ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের কাদের গ্রুপ ও আজম-নাসির গ্রুপের মধ্যে দীর্ঘদিন থেকে বিরোধ চলে আসছে।

কাদের গ্রুপের পৃষ্ঠপোষক সম্প্রতি আওয়ামী লীগের শিল্প ও বাণিজ্য সম্পাদকের পদ থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত নেতা আক্তারুজ্জামান চৌধুরী বাবু। নাসির গ্রুপ মহানগর আওয়ামী লীগের সদস্য আ. জ. ম নাসির উদ্দিনের তৈরী। ১৯৮৯ সালের শুরুতে রক্তক্ষয়ী এক সংঘর্ষের মাধ্যমে শিবির নেতা জসিমউদ্দিনকে হত্যা করে ছাত্রলীগ কলেজে তাদের দখলী স্বত্ব কায়েম করে। এরপর থেকে কলেজ এলাকায় আওয়ামী সন্ত্রাসীদের তাণ্ডব চলে। চাঁদাবাজি এলাকায় মস্তানী এবং আধিপত্য নিয়ে আজম নাসির উদ্দিনের লালিত কাদেরের সাথে তার বিরোধ দেখা দেয়। ইতোমধ্যে বাবুর সাথে নাসিরের দ্বন্দ্ব চরমে উঠে। বাবু নাসিরের বিকল্প হিসেবে কাছে টেনে নেয় অছাত্র ছাত্রলীগ নেতা কাদেরকে। ১৯৯৮ সালের অক্টোবর মাসে নাসির সমর্থক গ্রুপটি কাদের বাহিনী কর্তৃক ক্যাম্পাস থেকে বিতাড়িত হয়। চলতি বছরের জুন মাস থেকে নাসির গ্রুপের সদস্যরা কলেজ পুনর্দখল করতে মরিয়া হয়ে ওঠে। ফলে দু'গ্রুপের মধ্যে শুরু হয় সংঘাত। তবে বর্তমানে কলেজ ক্যাম্পাসে কোন গ্রুপেরই অবস্থান নেই।

কমার্স কলেজের শিক্ষক-কর্মচারী এবং আগ্রাবাদ এলাকার ব্যবসায়ীদের সাথে আলাপ করে জানা গেছে, কলেজ দখলের নেপথ্য কারণ হলো আগ্রাবাদ এলাকায় চাঁদাবাজি। কমার্স কলেজ যার দখলে আগ্রাবাদ এলাকার চাঁদাবাজির নিয়ন্ত্রণ তার- এটি এখন অঘোষিত নিয়মে পরিণত হয়েছে। তাদের মতে দলীয় আদর্শের প্রচার [illegible] 'চাঁদাবাণিজ্যের' প্রসারই এ সংঘাতের [illegible]রণ। কলেজ এবং এর আশপাশের [illegible] এলাকায় বছরে অন্তত কোটি [illegible] চাঁদাবাজির মাধ্যমে। [illegible] চাঁদাবাজি সহজ [illegible]য়। জানালেন [illegible]

এবং জোরপূর্বক দলীয় কোটায় ছাত্র ভর্তির মাধ্যমে ক্যাডাররা লাখ লাখ টাকা আদায় করে আসছে বেশ কয়েক বছর ধরে। প্রতি মাসেই আয়োজন করা হয় হরেক রকম অনুষ্ঠান। নবীনবরণ, র‍্যাগ-ডে, বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের নামে চলে বেপরোয়া চাঁদাবাজি। এসব অনুষ্ঠানের নামে চট্টগ্রামের মূল বাণিজ্যিক এলাকা আগ্রাবাদে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে আদায় করা হয় মোটা অংকের চাঁদা। এসব চাঁদাবাজিতে ব্যবসায়ীরা অতিষ্ঠ। কলেজের দায়িত্বশীল একটি সূত্র জানায়, দীর্ঘদিন থেকে কলেজ ছাত্র সংসদের কক্ষটি নির্যাতন সেল হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। যেসব ব্যবসায়ী চাঁদা দিতে অস্বীকার করতো তাদের তুলে এনে নির্যাতন চালানো হত উক্ত কক্ষে। বর্তমানে সে কক্ষটি সীল করে দেয়া হয়েছে। সূত্র মতে, ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রী ভর্তির নিয়ম থাকলেও ক্যাডারদের চাপের মুখে দলীয় কোটায় ছাত্র ভর্তি করতে কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করা হত। ভর্তি করিয়ে দেয়ার নামে চলতো অভিভাবকদের সাথে প্রতারণা। তাদের কাছ থেকে মোটা অংকের টাকা হাতিয়ে নিয়ে ছাত্র ভর্তি না করে সরে পড়তো ক্যাডাররা। সূত্র জানায়, চলতি শিক্ষা বছরে এইচএসসিতে ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল কর্তৃপক্ষ পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রকাশ করে দেয়ায় ক্যাডাররা কলেজের শিক্ষকদের ওপর ক্ষেপে যায়। কারণ, এতে তাদের আয়ের পথ বন্ধ হয়ে যায়। সূত্র মতে, কতিপয় অছাত্র মস্তান কলেজ দখলে রেখে চাঁদাবাণিজ্য চালিয়ে যাওয়ার জন্যই মূলত সংঘাতে লিপ্ত হয়েছে এবং সরকার দলীয় নেতারা তাতে প্রত্যক্ষ মদদ দিয়ে যাচ্ছে। শাসক দলীয় ক্যাডারদের চাঁদাবাণিজ্যের নির্মম শিকার কলেজের ছাত্রছাত্রী এবং এলাকার ব্যবসায়ীরা। মোটা অংকের চাঁদা দেয়া এখন নিয়মে পরিণত হয়েছে। ব্যবসায় লাভ-লোকসান যা থাক না কেন ক্যাডারদের চাঁদার অংক যথাসময়ে পৌঁছে দিতে হবে নির্দিষ্ট ঠিকানায়। তা না হলে প্রাণনাশের হুমকি। এ পরিস্থিতিতে ব্যবসায়ীরা তাদের জীবনের নিরাপত্তা নিয়ে শংকিত।

সিএমপির একজন কর্মকর্তা জানান, আগ্রাবাদ এলাকায় চাঁদাবাজি রোধে পুলিশী ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। কমার্স কলেজ এলাকায় আগ্রাবাদ বাণিজ্যপাড়ায় পোশাকধারী পুলিশের পাশাপাশি সাদা পোশাকে সশস্ত্র ১৬ জন পুলিশ সদস্য নিয়োজিত আছে। স্পেশাল ফোর্স হিসেবে এ ১৬ জন সদস্য ৪ ভাগে বিভক্ত হয়ে ৪টি পয়েন্টে সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত কর্তব্যরত থাকছে।

ব্যবসায়ীরা জানায়, পুলিশী ব্যবস্থা জোরদার হলেও চাঁদাবাজি কমেনি। কলেজ ক্যাম্পাসকেন্দ্রিক চাঁদাবাজি আপাতত বন্ধ হলেও বাণিজ্যিক এলাকায় বেপরোয়া চাঁদাবাজি চলছে। তাদের মতে, চাঁদাবাজ মস্তানদের অবাধে চাঁদাবাজি করায় সুযোগ করে দিয়ে পুলিশী পাহারা বসানো নিছক লোক দেখানো। চাঁদাবাজ, অস্ত্রধারী মস্তানদের গ্রেফতার করে বিচারের ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত পুলিশ মোতায়েন করে লাভ হবে না। সন্ত্রাসীরা যেহেতু সরকারী দলের ব্যানারে এসব অপকর্ম চালাচ্ছে সেহেতু এদের ব্যাপারে সরকারের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত প্রয়োজন। সরকার কঠোর সিদ্ধান্ত না নিলে পুলিশ প্রশাসনের করার কিছুই নেই। কারণ পুলিশ পাহারা বসিয়ে যমন [illegible]